COMPILED & CIRCULATED BY
TUMPA JANA(ASSISTANT PROFESSOR)
DEPT. OF SANSKRIT
NARAJOLE RAJ COLLEGE

ভারবির পরিচয়

ব্যক্তিগত পরিচয়– সংস্কৃত সাহিত্যের অতীত অধ্যায়গুলি বহুলাংশে রহস্যাবৃত থাকায় আজও কালিদাস ভারবির মত কালজয়ী প্রতিভাধর মহাকবিদের সাধারণ পরিচয়টুকু জানতে আমরা ব্যর্থ। কারণ এই সকল মনীষীবৃন্দ তাদের লেখায় নিজ নিজ পরিচয় সংযোজন করা অপেক্ষা নিজ নিজ কৃতিকেই চিরস্থায়ী করার প্রয়াস করেছিলেন। মহাকবি ভারবি রচিত একমাত্র মহাকাব্য কিরাতার্জুনীয়ম্। এই গ্রন্থ থেকে তার ব্যক্তিগত পরিচয় সম্পর্কে কিছুই জানা যায়নি। তবে 'কাব্যাদর্শ' নামক অলংকার গ্রন্থ এবং 'দশকুমারচরিত' নামক গদ্যকাব্যের রচয়িতা আচার্য দন্ডির রচনা বলে বিবেচিত 'অবন্তীসুন্দরীকথা' এবং 'কথাসার' গ্রন্থদ্বয়ে মহাকবি ভারবির ব্যক্তিগত পরিচয় সম্পর্কে কিছু আলোকপাত করা হয়েছে।কথাসার গ্রন্থে উল্লেখ করা হয়েছে যে, প্রসিদ্ধ আলংকারিক এবং কবি আচার্য দণ্ডীর প্রপিতামহ ছিলেন মহাকবি ভারবি।

‘অবন্তী সুন্দরী কথা ’ অনুসারে উত্তর পশ্চিম ভারতে অধুনা গুজরাটের অন্তর্গত 'আনন্দপুর' নামক স্থানে কৌশিক গোত্রীয় এক ব্রাহ্মণ পরিবার বাস করতেন । কালক্রমে তারা কোন কারণে দাক্ষিণাত্যে নাসিকের অন্তর্গত 'অচলপুর' নামক স্থানে বসবাস করতে থাকেন । অবন্তী সুন্দরী কথায় আছে–

"তস্যাং নারায়ণস্বামি নাম্না নারায়ণোদরাত্।

দামোদর ইতি শ্রীমানাদিদেব ইবাভবত্।।

স মেধাবী কবির্বিদ্বান্ ভারবিঃ প্রভবো গিরাম্।

অনুরুধ্যাকরোন্মৈত্রীং নরেন্দ্র বিষ্ণু বর্ধনে।।"

অর্থাৎ সেই বংশের 'নারায়ণস্বামি' নামক ব্রাহ্মণের পুত্রের নাম ছিল 'দামোদর'। এই দামোদরই মেধাবী ও কবিত্বের কারণে 'ভারবি' নামে খ্যাত ছিলেন । তিনিই মহারাজ বিষ্ণুবর্ধনের রাজসভায় কিছুদিন ছিলেন এবং রাজার সঙ্গে তাঁর বন্ধুতা হয়েছিল । বিষ্ণুবর্ধনের সংগে এর মৃগয়ায় গিয়ে ক্ষুধার তাড়নায় ভারবি মাংস খেতে বাধ্য হয়েছিলেন পরে সেই পাপের প্রায়শ্চিত্তের জন্য তিনি স্বেচ্ছায় বনবাস বরণ করেন । বনবাসকালে রাজকুমার দুর্বিনীতের সংগে তার পরিচয় হয় এবং কুমার দুর্বিনীত তাকে শিবিরে নিয়ে আসেন । এই সময় ভারবি কাঞ্চীর পল্লবরাজ সিংহবিষ্ণুর স্তুতি করে একটি শ্লোক লিখে পাঠান । সিংহবিষ্ণু ভারবির কবিত্বে সন্তুষ্ট হয়ে তাকে রাজসভায় আমন্ত্রণ জানান ।

ভারবির পুত্র ছিলেন মনোরথ । মনোরথের চতুর্থপুত্র ছিলেন বীরদত্ত এবং বীরদত্তের পুত্র ছিলেন আচার্য দণ্ডী ।

জন্মস্থান–কালিদাসের মত মহাকবি ভারবির জন্মস্থান নিয়ে পণ্ডিতদের মধ্যে মতভেদ দেখা যায় । কেউ কেউ বলেন –ভারবি মহারাষ্ট্র প্রদেশের কবি যেহেতু তার কাব্যে সহ্যাদ্রি পর্বতের বিশদ বর্ণনা আছে এবং সহাদ্রি পর্বত মহারাষ্ট্রে বর্তমান । অন্যেরা বলেন – " কিরাতার্জুনীয়ম্" মহাকাব্যে হিমগিরি পর্বতের নিখুঁত বর্ণনা আছে । পঞ্চমসর্গে ইন্দ্রকিল পর্বতের ভারী সুন্দর বর্ণনা পাঠককুলকে আকৃষ্ট করে । এই ইন্দ্রকিল পর্বতটি সিকিম রাজ্যের উত্তরদিকে অবস্থিত এবং এটি হিমালয় পর্বতের অংশবিশেষ । এই পার্বত্য উপত্যকায় বসবাসকারী অনার্য কিরাতেরা কিরাতবেশী শিবের সংগে মিলিত হয়ে অর্জুনের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করেছিলেন বলে কিংবদন্তীও আছে । সুতরাং কবিবর ভারবি নিশ্চয়ই উত্তরদিগ্বাসী ছিলেন ।

ছাত্রাবস্থায় গুরুগৃহে থাকা কালে গোচারণ করতে গিয়ে হিমালয়ের কোলে ইন্দ্রকিল পর্বতের সৌন্দর্যে ভারবি মুগ্ধ হয়ে যেতেন এবং বৃক্ষপত্রে একের পর এক শ্লোক রচনা করে ধীরে ধীরে 'কিরাতার্জুনীয়ম্' রচনা করেন ।

যাই হোক , আমাদের কাছে এ হেন কবিকুল চূড়ামণির পরিচয় অজ্ঞাত থাকা খুবই দুঃখজনক । তিনি মহারাষ্ট্রীয় কিংবা উত্তরভারতীয় যাই হোন না কেন আমরা গর্বিত তিনি ভারতীয় কবি , আমাদের মহাকবি বলে ।

কাল নির্ণয়– সংস্কৃত সাহিত্যে মহাকবি কালিদাসের মত মহাকবি ভারবিও তাঁর রচনার কোথাও তার আর্বিভাব কাল সম্পর্কে কোন কিছুই উল্লেখ করেননি । তবে মহাকবি কালিদাসের কাল নির্ণয় যেমন অত্যন্ত দুরুহ ব্যাপার । মহাকবি ভারবির আবির্ভাব কালনিরূপণে তেমন জটিলতা নেই , কেননা কিছু কিছু অসন্দিগ্ধ এবং নিশ্চিত প্রমাণের উপর ভিত্তি করে ভারবির কাল নির্ণয় । করা হয় । যেমন –

(১) দ্বিতীয় পুলকেশীর আইহোল প্রস্তলিপিতে এ শিলালিপির লেখক রবিকীর্তি মহাকবি কালিদাসের সঙ্গে প্রথিতযশা কবিরূপে মহাকবি ভারবিকেও স্থান দিয়েছেন । তুলনীয় , — " যেনাযোজি ন বেশ্ম স্থিরমর্থবিধৌ বিবেকিনা জিন বেশ্ম । স বিজয়তাং রবিকীর্তিঃ কবিতাশ্রিত কালিদাস ভারবিকীর্তিঃ " । এ লিপিখানা ৬৩৪ খ্রীষ্টাব্দের । এ সময়ে মহাকবি ভারবি মহাকবি কালিদাসের সঙ্গে একই লিপিতে উল্লিখিত হবার মত জনপ্রিয়তা অর্জন করেছিলেন । সুতরাং তারও কিছুকাল পূর্বে ভারবির কালনির্ণীত হওয়া বাঞ্ছনীয়। তাই পাশ্চাত্য পণ্ডিত অধ্যাপক কীথ ৫৫০ খ্রীষ্টাব্দেই মহাকবি ভারবির আবির্ভাব কালরূপে চিহ্নিত করেছেন ।

(২)কাশিকা বৃত্তিতে ভারবির কাব্য থেকে উদ্ধার করা হয়েছে , প্রখ্যাত মীমাংসা দার্শনিক প্রভাকর ভারবির কাব্য থেকে উদ্ধৃত সংকলন করেছেন ।

(৩)কবি কুমার দাস ও তার " জানকীহরণ " মহাকাব্যে প্রায়শঃ ভারবির অনুকরণ করেছেন ।

(৪)মহাকবি ভট্টির শরদ্ বর্ণনা , প্রভাতবর্ণনা , এবং বিতর্কসভা ইত্যাদি মহাকবি ভারবি রচিত কিরাতার্জ্জুনীয়ম মহাকাব্যের উপর ভিত্তি করেই রচিত । আবার , মহাকবি মাঘ রচিত " শিশুপালবধম মহাকাব্যের প্রতি সর্গেই মহাকবি ভারবির প্রভাব লক্ষ্য করা যায় ।

কিন্তু অত্যন্ত বিস্ময়ের বিষয় যে , মহাকবি বাণভট্ট , মনে হয় , মহাকবি ভারবিকে উপেক্ষা করেছেন । মহাকবি বাণভট্টের আবির্ভাব কাল হল ৬৩৪ খ্রীষ্টাব্দের কিছু পূর্বে । সুতরাং মহাকবি ভারবির কাল মহাকবি বাণভট্টের কালের চেয়ে অন্তত একশ বছর আগে হওয়া উচিত । তাই সবদিক থেকে বিচার করে ৫৫০ খ্রীষ্টাব্দে মহাকবি ভারবির কালরূপে গ্রহণের সিদ্ধান্ত সর্বাপেক্ষা নির্ভরযোগ্য ।

মৌলিকতা বিচার–মহাভারতের বনপর্ব থেকে সংকলিত মূল আখ্যানটি অবিকৃত রেখে মহাকবি ভারবি স্বীয় সৃজন শক্তি বলে অনেক নতুন ঘটনার সন্নিবেশ করেছেন , যদিও কোন কোন ঘটনার সঙ্গে মূল বিষয় বস্তুর সম্বন্ধ নিতান্তই গৌণ । এর থেকে মনে হওয়া অস্বাভাবিক নয় যে , মহাকবি ভারবি যুগধর্মের অনুবর্তী হয়ে তার নানাশাস্ত্রে পাণ্ডিত্য ও রচনা কৌশল প্রদর্শনের উদ্দেশ্যে অবকাশ সৃষ্টির জন্য এ সমস্ত গৌণ ঘটনার সন্নিবেশ করেছেন । যেমন এ মহাকাব্যের তৃতীয় সর্গে মহাকবি তার রামায়ণ , মহাভারত , মনুসংহিতা , কৌটিল্যের অর্থশাস্ত্র , কামন্দকের নীতিশাস্ত্র ইত্যাদি অধ্যয়নজনিত রাজনৈতিক জ্ঞান ও অভিজ্ঞতার পরিচয় দেবার উদ্দেশ্যে যুদ্ধের জন্য মন্ত্রণা সভার ব্যবস্থা করেছেন । তারপর মূল কাহিনীকে সংক্ষিপ্ত করে তিনি চতুর্থ ও পঞ্চম সর্গে যথাক্রমে শরৎ ও হিমালয়ের প্রাকৃতিক দৃশ্য বর্ণনার মাধ্যমে ভাষার উপর বিশেষ দক্ষতা এবং বর্ণনা শক্তির পরিচয় দিয়েছেন ।

জনপ্রিয়তা– মহাকবি ভারবি যে প্রথমে তার সমসাময়িক গণের কাছ থেকে সমাদর লাভ করেননি তাঁর রচিত 'কিরাতার্জুনীয়ম্' মহাকাব্যের একটি শ্লোকেই তার প্রমান রয়েছে যেমন,–

"স্তবন্তি গুর্বীমভিধেয় সম্পদং

বিশুদ্ধি মুক্তেরপরে বিপশ্চিতঃ।

ইতি স্থিতায়াং প্রতিপুরুষং রুচৌ

সুদুর্লভাঃ সর্বমনোরমা গিরঃ।।(১৪/৫)

কিন্তু তিনি পরে পরে বিশেষ জনপ্রিয়তা লাভে সমর্থ হয়েছিলেন। তার প্রমাণ রূপে উল্লেখ করা যেতে পারে যে ,দ্বিতীয় পুলকেশী আইহোল প্রস্তলিপিতে মহাকবি কালিদাসের সঙ্গে মহাকবি ভারবিকেও প্রথিতযশা কবি রূপে উল্লেখ করা হয়েছে। তাছাড়া উত্তরকালে মহাকবি ভারবি যে যথেষ্ট খ্যাতি অর্জন করেছিলেন এবং তার মহাকাব্য যে সহৃদয় পাঠকবর্গের সমাদর লাভ করেছিল তা প্রাচীন সমীক্ষকদের গুরুত্বপূর্ণ মন্তব্য থেকে সহজেই অনুধাবন করা যায় । যেমন—

“ উপমা কালিদাসস্য ভারবেরর্থগৌরবম্ ।

নৈষধে (দণ্ডিনঃ) পদলালিত্যং মাঘে সন্তি ত্রয়োগুণাঃ”।।

তাবদ্ভারবের্ভাতি যাবন্মাঘস্য নোদয়ঃ ।

উদিতে নৈষধে কাব্যে ক্ব মাঘঃ ক্ব চ ভারবিঃ ।। ” ইত্যাদি

x----------x